দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ৩ ...

বিশ্বমানের শিক্ষা চাই

সেলিম রেজা

দেশের প্রতিটা জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সরকার। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এটি। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান কেমন হচ্ছে—সে বিষয়টাও গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার। একজন প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সারা বিশ্বে বর্তমানে তার পাঠ্যবিষয়ে যে জ্ঞান আছে তা সম্পর্কে ধারণা রাখে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সেসব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই শিক্ষার জন্য উপযোগী পরিবেশ। দেশের প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিলে দেখা যাবে সিংহভাগ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পায় না। যারা পায় তারাও সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পায় না। যারা আবাসিক সুবিধা পায় না তাদের উচ্চমূল্যে মেস কিংবা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় হলো গবেষণার স্থান। হোক তা চারুকলা কিংবা প্রকৌশল। প্রতিটা বিষয়ে বিভিন্ন রকমের গবেষণার প্রয়োজন হয়। আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো এ-দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই গবেষণার জন্য আধুনিক ল্যাব ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। তাহলে কীভাবে গবেষণা কার্যক্রম চলবে? আবার যেটুকুবা গবেষণা হয় তার সিংহভাগই হয় সনাতন পদ্ধতিতে। শুধু একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে এবং কয়েকটা বিল্ডিং বানিয়ে বা ভাড়া নিয়ে স্টুডেন্ট ভর্তি করে দিনশেষে একটা সার্টিফিকেট হাতে দিয়ে দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা রক্ষা হয় না।

আজকাল বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মানে একটা ভালো সিজিপিও কিংবা একটা ভালো চাকরি পাওয়া। বুয়েটের শিক্ষার্থীদেরও অনেকে দিনশেষে স্বপ্ন দেখেন বিসিএস ক্যাডার হওয়ার। তারাও পড়তে শুরু করে অমুক দেশের রাজধানী তমুক কিংবা কোন রেখা কোন দুটি দেশকে পৃথক করেছে অথবা সম্রাট বাবরের বংশধরের নাম। এটাই যদি ভবিতব্য হয় তাহলে ইতিহাসে পড়লেই তো হতো। দেশের শ্রেষ্ঠ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ওসব পড়ার কী দরকার ছিল? ইতিহাস শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ারের যখন গবেষণা করার সময় তখন কেন তিনি টিয়াপাখির মতো এসব পড়ায় ব্যস্ত থাকবেন?

দেশের প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক ও বিশ্বমানের গবেষণাগার তৈরি করা, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি স্থাপন করা। মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। আর আমরা যদি সেটা না করে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াই তাহলে কিছু সেলফি ছাড়া আর কিছুই পাব না। আমাদের দেশের মেধাবীরা বৃত্তি নিয়ে বিদেশে চলে যাবে। তাদের হয়ে কাজ করে তাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দিনশেষে আমরা শূন্যই থেকে যাব।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর